ইত্তেফাক

তারিখ ... 19/11/79 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

~~175~~
14

SELAMAT DATANG BAPAK PRESIDEN SOEHARTO DAN IBU SOEHARTO

খোশ আমদেদ প্রেসিডেন্ট ও বেগম সুহার্তো

।। কুটনৈতিক রিপোর্টার ।।

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্তো আজ (সোমবার) তিন-দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকা পৌঁছিলে তাঁহাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানানো হইবে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেন্টকে তেজগাঁও বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জানাইবেন। প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর সহিত তাঁহার পত্নীও ঢাকা আগমন করিবেন।

প্রেসিডেন্ট সুহার্তো ৫৭ সদস্যবিশিষ্ট ইন্দোনেশীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করিবেন। এই প্রতিনিধিদলে থাকিবেন অর্থনীতি ও শিল্পবিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক ভাইজুজু নীতিসাস্ত্রো, পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক মোহতার কুসুমাতমাজা-সহ উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তা ও ১৭ সদস্যের সাংবাদিক প্রতিনিধি দল। সফরকারী মন্ত্রীদ্বয়ের সহিত তাঁহাদের পত্নীরাও থাকিবেন। উল্লেখ্য, গত বছরের জুলাই মাসে ইন্দোনেশিয়া সফরের সময় প্রেসিডেন্ট জিয়া প্রেসিডেন্ট সুহার্তোকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন।

জানা গিয়াছে যে, প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর এই সফরকালে দুই-দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও কারিগরি সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন ছাড়াও গত বছরে সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তির আওতা সম্প্রসারণে বিস্তারিত আলোচনা হইবে। ইহাছাড়া, বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের সহিত ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেন্টের আনুষ্ঠানিক বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়ে আলোচনা হইবে।

সফরকারী প্রেসিডেন্ট সুহার্তোকে খোশ আমদেদ জানানোর উদ্দেশ্যে রাজধানী ঢাকা নগরীর বিভিন্ন সড়ক দুই দেশের জাতীয় পতাকাদ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছে। এখানে অবস্থানকালে প্রেসিডেন্ট সুহার্তোকে পৌর কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে নাগরিক সম্বর্ধনা প্রদান করা হইবে।

বাসস জানায়, আজ (সোমবার) মধ্যাহ্নে পৌঁছার পর প্রেসিডেন্ট সুহার্তো বিকালে সাভারে জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রদত্ত রাষ্ট্রীয়

(৮মঃ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী

গ্রামের নাম কেমুসুক। যোগজাকার্তার (মধ্য জাভা) এই কেমুসুক গ্রামেই ১৯২১ সালে ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট সুহার্তো জন্মগ্রহণ করেন। যোগজাকার্তার স্কুলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষালাভের পর তিনি গোমবং-এ ওলন্দাজ সামরিক স্কুলে ভর্তি হন।

সামরিক শিক্ষা জীবনশেষে সুহার্তো দৈনিকের জীবনই বাছিয়া নেন এবং ১৯৪৩ সালে জাপানের দখলী আমলে গঠিত মাতৃভূমির প্রতিরক্ষা বাহিনী পেটাতে লেফট্যান্যান্ট রূপে যোগ দেন। পরবর্তী বৎসরেই তিনি ক্যাপ্টেন-পদে উন্নীত হন। ১৯৪৫ সালে তিনি গণ প্রতিরক্ষা ফৌজে যোগ দেন। এই ফৌজ ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়

(২য় পৃঃ পর)

ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

খোশ আমদেদ সুহার্তো

(১ম পৃঃ পর)

ভোজসভায় যোগদান করিবেন। আগামীকাল (মঙ্গলবার) উভয় প্রেসিডেন্ট আনুষ্ঠানিক আলোচনায় মিলিত হইবেন। মঙ্গলবারের আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট সুহার্তো জয়দেবপুরে ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট পরিদর্শন, ভাওয়াল জাতীয় পার্কে মধ্যাহ্নভোজ ও বিকালে রমনা পার্কে নাগরিক সম্বর্ধনায় যোগদান করিবেন। মাদাম সুহার্তো আজ বিকালে বেইলী রোডে মহিলা জীবিকা প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট এবং আগামীকাল সকালে বঙ্গভবনে হস্তশিল্প ও মহিলাদের পোশাকের একটি প্রদর্শনী পরিদর্শন করিবেন।

বন্ধুত্ব দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। ইতিহাস ও ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগতভাবে এই দুইটি দেশের মধ্যে বহুক্ষেত্রে অভিন্নতা রহিয়াছে। এই সাদৃশ্য এই দুইটি দেশকে অধিকতর নৈকট্য আনিয়াছে এবং বন্ধুত্ব দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উভয় দেশই ঔপনিবেশিক শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হওয়ার পর কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনের হাত হইতে স্বাধীনতা অর্জন করে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে দুই দেশের মধ্যে যে সক্রিয় সহযোগিতা গড়িয়া উঠিয়াছে উহা প্রকৃতই সম্ভাবনাময়। বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে "স্বাভাবিক সেতুবন্ধ" রচনা করিয়াছে। ভৌগোলিক নৈকট্য তথা সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অভিন্নতা এবং আঞ্চলিক শান্তির প্রতি আগ্রহ উভয় দেশের বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বুনিয়াদ হিসাবে কাজ করিয়াছে।

বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়া উভয়েই জোটনিরপেক্ষতা, সার্বভৌম সমতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি পারস্পরিক মর্যাদাবোধের ভিত্তিতে অপর দেশের সহিত বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক গড়িয়া তোলা এবং অপরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতির অনুসারী।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় এই দুইটি দেশ ভারত মহাসাগরকে শান্তি এলাকা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে।

উভয় দেশই স্বীয় মেহনতী জনগণের কল্যাণে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার অর্থবহ পরিবর্তন সাধনের জন্য প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে।

দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বাংলাদেশ হইতে ১৯৭৯ সনের জানুয়ারী এবং ১৯৭৯ সনের মে মাসে পৃথক পৃথক সাংবাদিক প্রতিনিধিদলের ইন্দোনেশিয়া সফর এবং ১৯৭৭ সনের জুন মাসের ইন্দোনেশিয়ান টাইমস পত্রিকার নিবন্ধকার ও ১৯৭৯ সনের সেপ্টেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার একজন মহিলা সাংবাদিকের বাংলাদেশ সফর ইহার স্বাক্ষর বহন করে।

১৯৭৮ সনের জুলাই মাসে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের তিনদিনব্যাপী ইন্দোনেশিয়া সফর দেশ দুইটির মধ্যে সমঝোতা বৃদ্ধি ও অধিকতর ঘনিষ্ঠ বন্ধন সূচিত করে।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার সফরকালে '৭৮ সনের ২৯শে জুলাই প্রথম বারের মত একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এই চুক্তি মোতাবেক সওদাগরী জাহাজ এবং বন্দরগুলিকে ব্যবহার করিতে দেওয়ার ব্যাপারে ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়া থাকে। ইহাছাড়া চুক্তির অধীনে ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশকে সিমেন্ট, সিমেন্ট ক্লিঙ্কার ও সার সরবরাহ করিতেছে। ১৯৮০ সনের জুন নাগাদ ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশকে আড়াই লক্ষ টন সিমেন্ট সরবরাহ করিতে সম্মত হইয়াছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ পাটজাত দ্রব্য সরবরাহ করিতেছে।

ইহাছাড়াও, ১৯৭৯ সনের মার্চে ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশকে ২০ হাজার টন হাইস্পীড ডিজেল সরবরাহ করিয়াছে।

অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের ব্যাপারটিও যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। উভয় দেশই পাট, পাটের কার্পেট প্রস্তুত এবং প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্প প্রকল্প হাতে লইতে পারে।

উহার ফলশ্রুতিতে ইন্দোনেশিয়া এ পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতীয় তেল কোম্পানী পেট্রোবাংলার ১২ জন কর্মকর্তা এবং আশুগঞ্জ সার কারখানার ৪২ জন কর্মকর্তাকে ইন্দোনেশিয়ার পিট্টি পুসরি সার কারখানায় প্রশিক্ষণ প্রদান করিয়াছে। পঞ্চাশজন কর্মকর্তার আরও একটি দল অচিরেই ইন্দোনেশিয়া সফর করিবেন।